সম্মানিত মুজাহিদীনদের তথ্য হিফাযত এবং গোপন করা প্রসঙ্গে উৎসাহ প্রদান

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থঃ হে মুমিনগণ ! তোমরা জেনে শুনে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ) -এর খিয়ানত করোনা এবং নিজেদের পারস্পরিক আমানতে খিয়ানত করো না। (সূরা আনফালঃ ২৭)

সম্মানিত মুজাহিদীনদের তথ্য হিফাযত এবং গোপন করা প্রসঙ্গে উৎসাহ প্রদান

রচনায়ঃ আবূ উমার আবদুল বার (তথ্য কমিশন-এর প্রধান)
অনুবাদক- সোলায়মান বিন আব্দুল্লাহ

প্রকাশনায়
আত্-তাজনীদ পাবলিকেশন্স্

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

اِنَّ الْحَمْدُللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُبِاللهِ مِنْ شُرُوْرِاَنْفُسِنَاوَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَمُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَدِيَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَاِلاَهَ اِلاَّاللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ -يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا التَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولاَتَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ- يَآاَيُّهَا النَّاسُ رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَّنِسَاءً وَاتَّقُوْا اللهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهِ وَلْاَرْحَامَ اِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيْباً- يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا التَّقُوْا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا

সকল প্রশংসা এক আল্লাহর জন্য, সালাত ও সালাম আল্লাহর রসূল এর ওপর ও তাঁর পরিবার পরিজন ও সকল সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বর্ষিত হোক।

এটা একটি উচ্চতর গুণসমূহের মধ্যে মহৎ গুণ, মর্যাদাপূর্ণ স্বভাবসমূহের মধ্যে একটি স্বভাব, পুরুষত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য, প্রসংশনীয় আভিজাত্যের মধ্যে একটি আভিজাত্য, মর্যাদা ও জ্ঞানসমূহের নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন এবং গৌরব ও সততার প্রতীকসমূহের মধ্যে একটি প্রতীক, উহাই হচ্ছে তথ্য সংরক্ষণ করা এবং এটা গোপন রাখার জন্য সীমাহীন জোরদেয়া।

লোকদের অন্তরে একবাক্যে উক্ত স্বভাব-এর মর্যাদা সম্পর্কে দলীল বিষয়ে আপনার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তারা সকলেই একমত-উক্ত ব্যক্তির প্রশংসা করা, ব্যক্তির জ্ঞান, মর্যাদা, সাহস ও পুরুষত্বের পরিমাপের ক্ষেত্রে তথ্য হিফাযতকরা এবং এটা গোপন করার মানদণ্ড এর উপরেই নির্ভরশীল।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নিশ্চয় লোকেরা তথ্য হিফাযত করার চেয়ে সম্পদ সংরক্ষণ করতে বেশী সক্ষম এবং নিরাপদ। অতএব প্রত্যেক সম্পদ সংরক্ষনকারী ব্যক্তি তথ্য হিফাযতকারী নয়। এজন্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির মনোনিত হন, যে তার কাছে এমন তথ্য গোপন রাখার জন্য আমানত রাখেন যার দশমাংশ ঐ ব্যক্তির মধ্যে পৌঁছাবেনা যার নিকট তিনি স্বীয় উৎকৃষ্ট সম্পদ আমানত রাখেন। তিনি স্বীয় মাল ধ্বংস হওয়ার থেকে নিজের তথ্য প্রকাশ হওয়া বিষয়ে বেশী আশঙ্কা করেন। কেননা সম্পদ আসে আর যায়। পক্ষান্তরে তথ্য প্রকাশ হওয়ার মাধ্যমে কখনো জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে ! কিংবা মর্যাদা নষ্ট হয়ে যাবে !

যখন আমি লক্ষ্য করলাম, মুজাহিদীনদের মধ্যে সাধারণ তথ্য এবং বিশেষ তথ্য গোপন না করার স্বভাবটি ব্যাপক আকার ধারণ করছে এবং এ প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলা নিকটের ও দূরের ভাইদের কাছে নিন্দিত হচ্ছে না; পরিনামে এজন্য মুজাহিদীন এবং তাদের পরিবারবর্গ কষ্টের সম্মুখিন হচ্ছেন এবং যে সকল ব্যক্তিবর্গ আশ্রয় দিচ্ছেন ও সাহায্য করেছেন তাদের বিভিন্ন রকম কষ্ট ও সমস্যা হচ্ছে।

জিহাদ ও দ্বীন এর কল্যাণ-এর কথা বাদই দিলাম, কতই না গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাস্তবায়ন করা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, বাতাস উল্টোদিকে বইতে শুরু করেছে একটি হালকা কারণে, সাবধান ! তাহলো ভয়ঙ্কর ও ভীতিজনক ভাবে এর সংবাদ ছড়িয়ে পড়া। কত মুজাহিদীন ভাই তথ্য ফাঁস হওয়ার জন্য কষ্ট পেয়েছেন এবং স্থানান্তর হতে বাধ্য হয়েছেন।

আমার একজন সম্মানিত মুজাহিদ ভাই জানতে চাইলেন;

এর কারণ কি ? কিংবা আপনার এ বিষয়ে অভিমত কি ? হে ভ্রাতা, এর প্রতিকারের পন্থা কি ?

অনুসন্ধান, গবেষণা ও আলোচনার পরই উক্ত বিষয়ে পূর্ণ উওর দেয়া সম্ভব হবে।

উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে এই লিপিতে যা কিছু নকল করা সম্ভব তা হলঃ প্রথমে তথ্যের ক্ষেত্রে শারয়ী আদাব (আচরণ) কিরূপ হওয়া উচিত তার প্রতি ইশারা করা, এবং এর সঙ্গে অলঙ্কৃত হওয়ার ক্ষেত্রে কি করা উচিত তা বর্ণনা। এ জন্য তথ্য বিষয়ে এবং এর সাথে আচরণবিধি ও এটা হিফাযত করা এবং প্রকাশ না করা বিষয়ে মুজাহিদের দায়িত্ব, উক্ত তথ্য শ্রবণ করে হোক কিংবা তাঁর কাছে আমানত স্বরূপ রাখা হোক উক্ত বিষয়ে আলোচনা পূর্বেই করা ভাল মনে করছি।

এবং এটাও জানা উচিত, সে যেটাই জানবে তা বলা উচিত নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ

অর্থঃ আর যখন তাদের নিকট কোন শান্তি বা ভীতিজনক কোন সংবাদ পৌঁছে তখন তারা ওটা রটিয়ে দেয়। (সূরা নিসাঃ ৮৩)

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তির মিথ্যুক হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যেটাই শ্রবণ করে তা বলে দেয়।

(সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, ৮পৃঃ, বাবুন নাহ্য়ি আনিল হাদীস বিকুল্লিম মা সামেয়া)

যে বিষয়ে সঠিক কল্যাণ রয়েছে ঐ দিকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন !

সংজ্ঞাসমূহ

আল-কিতমান (গোপন করা)ঃ এটা হচ্ছে, যে বিষয় সে জানে তা বর্ণনা না করতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা। আর এটা ধৈর্য্যধারণকরা ব্যতীত পূর্ণ হবেনা।

(আল-আখলাকুল ইসলামিয়া, ২য় খণ্ড, ৩৫৮ পৃঃ)

আস্-সির্ (তথ্য)ঃ এটা হচ্ছে, প্রত্যেক ঐ জিনিস আপনি যা নিজের মধ্যে গোপন রাখেন ও লুকিয়ে রাখেন। এটা কারো নিকটে জানিয়ে দেননা, কোন অকল্যাণ প্রতিহত করার জন্য, কিংবা কোন কল্যাণ আনয়নের জন্য, কিংবা কাউকে বিশ্বস্ত মনে করে তাকেই শুধুমাত্র নির্দিষ্ট করেন, সে ব্যতিত অন্য কাউকে নয়।

(আল-মিনহাজ, ২য় খণ্ড ৪৮ পৃঃ)

আস্-সির্ (তথ্য)ঃ এটা হচ্ছে, যা মানুষ স্বীয় বক্ষে গোপন রাখে। বহুবচন, 'আসরার'। তদ্রুপ আস-সারীরাহ্, বহুবচন 'সারায়ির'।

(আল-আখলাক্ব ফিল-ইসলাম, ২০১ পৃঃ)

কিতমানুস-সির্ (তথ্য গোপন রাখা)ঃ এটা হচ্ছে, যা সে গোপন করে তা প্রকাশ করা হতে মানুষের নিকট কথা বলার সময় নিয়ন্ত্রণ করা। এটা প্রকাশ করলে এবং তা সময়ের পূর্বে ব্যক্ত করলে তার ক্ষতি হবে। (ফাযলুল্লাহিস ছামাদ, ৪৮ পৃঃ)

কিতমানুস-সির্ (তথ্য গোপন রাখা)ঃ এটা হচ্ছে, যে কথা প্রকাশ করা সমূচিত নয় তা প্রকাশ করা হতে ধৈর্য্যধারণ করা।

(উদ্দাতুছ-ছবিরীন ওয়া যাখীরাতুশ-শাকিরীণ, ১৭ পৃঃ গ্রন্থকার, ইবনুল কাইয়িম রঃ)

কুরআনে কারীমে 'আস-সির্' (গোপন রাখা)

আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা- এর কিতাবে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যা তথ্য হিফাযত করতে উৎসাহ প্রদান করে এবং এমন অনেক আয়াত রয়েছে যা এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোকপাত করে যারা স্বীয় তথ্য সংরক্ষণ করেছিল। অতএব, তাদের জন্য মুক্তি রয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে, তথ্য সংরক্ষণ করার বড় উপকারিতা রয়েছে। এছাড়া এমন অনেক আয়াত বিদ্যমান, যা লোকদেরকে বেশী বেশী কথা বলতে বারণ করে এবং এটাও বর্ণনা করে, নিশ্চয় মানুষ প্রত্যেক কথা বলার জন্য জিজ্ঞাসিত হবে। যদি ভাল কথা হয়ে থাকে তবে কল্যাণ রয়েছে, আর যদি অক্যাণ কথা বলে থাকে তবে তার জন্য অমঙ্গল রয়েছে।

হে আমার সম্মাণিত মুজাহিদ ভাই, আপনার নিকট এমন কিছু আয়াত উত্থাপন করছি, যা তথ্য সংরক্ষণ করতে ও গোপন রাখতে নির্দেশ দিচ্ছেঃ

আল্লাহ তায়ালা প্রতিশ্রুতি হিফাযত করার নির্দেশ প্রদান করে বলেনঃ

وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً

অর্থঃ তোমরা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

(সূরাঃ বাণী ইসরাঈল, ৩৪)

আর তথ্য হচ্ছে একটি প্রতিশ্রুতি। আপনার সঙ্গি আপনার নিকট এটা হিফাযত করতে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। অতএব, তার তথ্য গোপন করার মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা আপনার উপর ওয়াজিব।

আল্লাহর কিতাবে অন্য স্থানে যে ব্যক্তি তথ্য ফাঁস করে দিয়েছিলেন তার নিন্দার কথা এসেছে। আর তা হচ্ছে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর কোন স্ত্রীর সঙ্গে ঘটনা প্রসঙ্গে, যে জন্য সূরা তাহরীমের প্রথম অংশ অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ

অর্থঃ যখন নবী তাঁর একজন স্ত্রীর নিকটে গোপনে একটি কথা বললেন, অতঃপর স্ত্রী যখন তা বলে দিল এবং আল্লাহ্ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী সে বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু বললেন এবং কিছু বললেন না। নবী যখন তা স্ত্রীকে বললেন, তখন স্ত্রীকে বললেনঃ যিনি সর্বজ্ঞ, ওয়াকিফহাল, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন।

(সূরা তাহরীমঃ ০৩)

নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা ঐ স্ত্রীকে তিরস্কার করেছেন, যিনি নবী (সাঃ) এর তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেলেন। এবং তাকে এবং ঐ স্ত্রী যিনি তার সঙ্গে ঐক্যমতে উপনীত হয়েছিলেন ও তার জন্য তথ্য প্রকাশ করেছিলেন তাদেরকে তিনি তালাক প্রদানের হুমকি দিয়েছিলেন; কিন্তু যদি তারা আল্লাহর কাছে তাওবাহ করে, তবে ভিন্ন কথা।

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ যখন নবী তাঁর একজন স্ত্রীর নিকটে গোপনে বললেন।

"অর্থাৎ হাফসা (রাঃ)"- কে حَدِيثًا "একটি কথা"। হযরত মারিয়া (রাঃ) কে হারাম করা প্রসঙ্গে কিংবা মধু হরাম করা প্রসঙ্গে কথাবার্তা।

فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ "অতঃপর স্ত্রী যখন তা বলে দিল" সে আয়িশা (রাঃ)- এর নিকট ফাঁস করেছিল। وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ("এবং আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন") আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল (আঃ)- এর মাধ্যমে তাঁর নবীকে উক্ত স্ত্রীর তথ্য ফাঁস হওয়া সম্পর্কে প্রকাশ করে দিলেন। عَرَّفَ بَعْضَهُ তখন নবী সে বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু বললেন, ('রা' হরফ তাশদীদ এর সাথে)।

অর্থাৎ তিনি হাফসা (রাঃ) কে কিছু কথা জানিয়ে দিলেন এবং তার থেকে যা প্রকাশ পেয়েছিল তার কিছু তাকে সংবাদ দিলেন। وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ "এবং কিছু বললেন না" অর্থাৎ অনুগ্রহ করে তাকে ওটা জানিয়ে দিলেন না এর সংবাদ দিলেন না।

সুফ্য়ান বলেনঃ সর্বদা 'ভ্রূক্ষেপ না করা' 'অনুগ্রহ করার' কর্ম থেকেই হয়ে থাকে। অর্থ হচ্ছে, হাফসা (রাঃ) আয়িশা (রাঃ) কে যা কিছু বলেছিলেন তার কিছু নবী (সাঃ) তাকে সংবাদ দিলেন। তা হচ্ছে, মারিয়া (রাঃ) কে হারাম করা কিংবা মধু হারাম করা এবং কিছু বললেন না। فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ "যখন তিনি তাকে এটা জানিয়ে দিলেন" অর্থাৎ হাফসা (রাঃ) যে তথ্য ফাঁস করে দিয়েছিলেন নবী (সাঃ) তাকে তা সংবাদ দিলেন। وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ "এবং আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন"।

হাফসা (রাঃ) নবী (সাঃ) কে বললেন, مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا ("আপনাকে এটা কে জানিয়ে দিল"?) অর্থাৎ আপনাকে কে সংবাদ দিল, আমি তথ্য ফাঁস করে দিয়েছি।

قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ "নবী বললেন তিনি আমাকে জানিয়েছেন, যিনি সর্বজ্ঞ" তথ্য সম্পর্কে, الْخَبِيرُ 'মহাবিজ্ঞ' গোপন বিষয় সম্পর্কে। إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ "যদি তোমরা উভয়ে তাওবা কর", হাফসা (রাঃ) ও আয়িশা (রাঃ) কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালার কিতাবে কয়েকজন ব্যক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে ঘটনাসমূহ, যারা স্বীয় তথ্য সংক্ষণ করেছিলেন, আর এটা তাঁদের সৌভাগ্য কিংবা তাঁদের আমলের সফলতার কারণ বনে যায়। এরূপ অনেক রয়েছে, এর মধ্যে কিছু উল্লেখ করছিঃ

ইউসূফ (আঃ) যখন স্বপ্ন দেখেছিলেন তখন এটা গোপন রাখা; ইয়াকূব (আঃ) স্বীয় পুত্র ইউসূফ (আঃ) কে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আল্লাহ তায়ালা এর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

অর্থঃ তিনি বললেনঃ হে বৎস, তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

(সূরা ইউসূফঃ ০৫)

লূত্ব (আঃ) এর স্বীয় জাতি ও স্ত্রীর নিকট ফেরেশতাদের খবর গোপন রাখাঃ

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

قَالُواْ يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ

অর্থঃ তারা (ফেরেশ্তারা) বলল, হে লূত্ব (আঃ)! আমরা তো আপনার রবের প্রেরিত, তারা কখনো আপনার নিকট পৌঁছতে পারবে না, অতএব, আপনি রাত্রির কোন এক ভাগে নিজের পরিবার বর্গকে নিয়ে চলে যান, আপনাদের কেউ যেন পিছনের দিকে ফিরেও না দেখে, কিন্তু হাঁ, আপনার স্ত্রী যাবে না, তার উপরও ঐ আপদ আসবে যা অন্যান্যদের প্রতি আসবে, তাদের (শাস্তির) অঙ্গীকার কৃত সময় হচ্ছে প্রাতঃকাল।

(সূরা হুদঃ ৮১)

মারইয়াম (আঃ) এর জাতির নিকট গোপন রাখা;

আল্লাহ্ তায়ালার বাণীঃ

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً

অর্থঃ অতএব, আহার কর, পান কর এবং চক্ষু শীতল কর। যদি মানুষের মধ্যে কাউকে তুমি দেখ, তবে বলে দিওঃ আল্লাহর উদ্দেশ্যে রোযা মানত করেছি। সুতরা; আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলব না। (সূরা মারইয়ামঃ ২৬)

মূসা (আঃ) এর নিকট স্বীয় আমল সম্পর্কে খিযির (আঃ) এর গোপন রাখা; এর মধ্যে বড় তাৎপর্য রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً (□□) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً (□□) قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ صَابِراً وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْراً (□□) قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً (□□)

অর্থঃ তিনি বললেনঃ আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। যে বিষয় বোঝা আপনার আয়ত্তাধীন নয়, তা দেখে আপনি ধৈর্যধারণ করবেন কেমন করে ?

মূসা বললেন, আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না।

তিনি বললেনঃ যদি আপনি আমার অনুসরণ করেনই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত যা আমি নিজেই সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি।

(সূরা কাহ্ফঃ ৬৭-৭০)

এ অধ্যায়ে এরকম অনেক আয়াত রয়েছে, আমরা এখানেই ক্ষান্ত দিলাম।

উল্লেখ্য যে, কুরআনে কারীমে বত্রিশটি স্থানে বিভিন্ন ভাবে 'সির' (তথ্য) এর শব্দমূল বর্ণিত আছে।

সুন্নাহ-তে আস্-সির্ (তথ্য)

নবী (সাঃ) হতে এমন কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে যাতে মুসলিমদেরকে গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে এবং তথ্য ফাঁস করা সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। আপনাদের নিকট আংশিক উত্থাপন করা হচ্ছেঃ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ উদ্দেশ্যের সফলতার জন্য গোপনীয়তার সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর। কেননা প্রত্যেক নিয়ামত প্রাপ্ত ব্যক্তি ঈর্ষার শিকার হন।

(বায়হাকী শুয়াবিন ঈমানে বর্ণনা করেছেন এবং আলবানী (রঃ) সহীহুল জামি'তে এটাকে সহীহ বলেছেন, ৯৪৩ পৃঃ)

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, যখন কোন ব্যক্তিকে কথা বলা হবে, অতপর সে মনোযোগ দেবে, সুতরাং এটা একটি আমানত।

(আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, সহীহ সুনানিত তিরমিযীতে আলবানী (রঃ) এটাকে হাসান বলেছেন)

যখন সদাসর্বদা 'তথ্য' আমানত হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে, অতএব এটা সংরক্ষণ করা এবং প্রকাশ না করা ওয়াজিব। নচেৎ যে ব্যক্তি এই আমানত নষ্ট করবে তার মধ্যে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট সমূহের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট থাকবে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ মুনাফেকের আলামত তিনটি, যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে এবং যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় খিয়ানত করে।

(বুখারী ১ম খণ্ড হা/৩৩)

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ মাজলিস সমূহ আমানত এর সাথে হয়ে থাকে।

(সহীহুল জামি'তে আলবানী (রঃ) এটাকে হাসান বলেছেন। হা/৬৬৭৮)

ফতহুল বারী ১১শ খণ্ড, ৮২ পৃঃ এর মধ্যে বর্ণিত আছেঃ

'তথ্য সংরক্ষণ করার অধ্যায়ঃ অর্থাৎ, এটা প্রকাশ না করা।

মু'তামির ইবনে সুলাইমানঃ তিনি আত-তাইমী।

আমার নিকট নবী (সাঃ) একটি তথ্য গোপন রেখেছিলেনঃ মুসলিম শরীফে আনাস (রাঃ) হতে ছাবিত এর বর্ণনায় হাদীসের মধ্যে বর্ণিত রয়েছেঃ "তিনি আমাকে একটি প্রয়োজনে প্রেরণ করলেন। অতপর আমি আমার মায়ের নিকট বিলম্বে পৌঁছিলাম। তারপর যখন আমি আগমন করলাম, তিনি বললেন, বিলম্ব করলে কেন ?" এবং আহমাদ ও ইবনে সা'দ এর মধ্যে হুমাইদ, আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ "অতপর তিনি আমাকে একটি পত্র সহ প্রেরণ করেন। সুতরাং উম্মে সুলাইম বললেন, তোমাকে কিসে আটকে রেখেছিল ?" "এরপর আমি কাইকে এর সংবাদ দেয়নি এবং আমাকে উম্মে সুলাইম জিজ্ঞেস করেছিলেন।"

ছাবিত- এর বর্ণনায় রয়েছে, "তিনি বললেন, তোমার প্রয়োজন কি ছিল ? আমি বললাম, এটি একটি তথ্য। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর তথ্য সম্পর্কে কাউকে সংবাদ দিও না।" আনাস (রাঃ) হতে হুমাইদ এর বর্ণনায় রয়েছে, "তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর তথ্য হিফাযত করো।"

ছাবিত এর বর্ণনায় রয়েছে, "আল্লাহর কসম, যদি আমি কাউকে এটা বলতাম, তবে হে ছাবিত, অবশ্যই আমি আপনাকে এটা বলতাম।"

কোন কোন আলিম বলেছেন, সম্ভবত এই তথ্যটি রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর স্ত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। নচেৎ যদি এটা কোন ইলম বিষয়ে হতো, তবে আনাস (রাঃ) এর এটা গোপন রাখার কোন সুযোগ ছিল না।

ইবনে বাত্তাল বলেছেনঃ জ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে, নিশ্চয় তথ্য প্রকাশ করা যাবে না, যখন এটা উক্ত ব্যক্তির জন্য ক্ষতির কারণ হবে। তাদের অধিকাংশই বলেন, যখন তিনি মারা যাবেন তখন ওটা গোপন রাখা আবশ্যক নয়, যেমনটা তার জীবিত অবস্থায় প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যদি এতে তার উপর কলঙ্ক চেপে বসে, তবে ভিন্ন কথা। আমার অভিমত হচ্ছেঃ মৃত্যুর পর ওটার প্রকাশ করা বৈধ হওয়া, একেবারেই প্রকাশ পেয়েছে। এটা অপছন্দ হওয়া এবং কখনো একেবারে হারাম হওয়া এই প্রকারভেদ ক্ষেত্রে, আর কখনো কখনো ওটা উল্লেখ করাই উত্তম, যদিও তথ্য প্রদানকারী ওটা অপছন্দ করে। যেন এর মধ্যে তার সম্মান, কৃতিত্ব ও অন্যান্য পবিত্রতা থাকে।

আর এর দিকেই ইবনে বাত্তাল ইঙ্গিত করেছেন। কখনো (প্রকাশ করা) ওয়াজিব হয়ে যায়। যেন এর মধ্যে এমন বিষয় রয়েছে যা উল্লেখ করা ওয়াজিব। যেমন তাঁর উপর কোন হক্ব ছিল। এর পক্ষে দণ্ডায়মান না হওয়াকে ওযর হিসাবে জানা হতো। অতপর তাঁর মৃত্যুর পর আশা করা যায়, যখন তার পক্ষে দণ্ডায়মান ব্যক্তির নিকট এটা উল্লেখ করা হবে, তখন তিনি এটা করতে পারবেন। সুতরাং কোন ব্যক্তির জন্য এটা হালাল নয় যে, তার সঙ্গীর নিকট অপছন্দনীয় কিছু তথ্য ফাঁস করে দেবে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবাদেরকে তথ্য সংরক্ষণ করা শিক্ষা দিতেন

এক্ষেত্রেই তাঁর থেকে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে। কেননা, গোপনীয়তার বাস্তব শিক্ষা যে বিষয়ে সাধারণ ভাবে মুসলিমগণ এবং বিশেষ করে মুজাহিদগণ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে অসংখ্যবার শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

আমি অতি সত্ত্বর আল্লাহার অনুগ্রহে বাস্তব শিক্ষার অল্প কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি, যা নবী (সাঃ) এর গাযওয়া এবং সারিয়া হতে প্রাপ্ত হয়েছে। যেন মুজাহিদগণ (আল্লাহ তাদের হিফাযত করুন) জেনে নিতে পারেন, যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে কিভাবে নবী (সাঃ) চুড়ান্ত গোনীয়তা রক্ষা করতেন। সুতরাং এর মধ্যে যে ব্যাক্তি শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় তার জন্য উপদেশ রয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তথ্য হিফাযত করার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এজন্য তিনি অধিকাংশ যুদ্ধেই তথ্য গোপন রেখেছিলেন। এমন কি তার একমাত্র নিকটতম ব্যক্তির কাছ থেকেও। তাবূক যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন যুদ্ধেই তিনি স্বীয় ইচ্ছা কাউকে ব্যক্ত করেননি। কেননা ওটা ছিল দূরের সফর রসদও ছিল ভারী, যেন ভালভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে এবং তাবূক বাসীর নিকট সংবাদ পোঁছানো কষ্টকর ছিল।

খন্দক যুদ্ধের পূর্বে মুশরিকগণ ইয়াহুদী ব্যতীত দশ সহস্র যোদ্ধা মদীনায় হামলা করার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিল। নবী (সাঃ) স্বীয় শত্রুর কাঠামো সম্পর্কে জানা ছিল যে, এখানে এমন কিছু ব্যাক্তি রয়েছে যারা মক্কা ও আরব গোত্রে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করে। তা সত্ত্বেও মুসলিমগণ মদীনার চতুরদিকে পরিখা খনন করেন। মুশরিকগণ হঠাৎ এখানে উপস্থিত হয়ে বলল, আল্লাহর শপথ, নিশ্চয় এটা একটি কৌশল আরবরা এরকম কৌশল অবলম্বন করে না।

এই ঘটনা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর গোয়েন্দাদের সফলতা প্রমাণ করে না যে, তিনি শত্রুদের গতিবিধি পূর্বেই অবগত হতে পেরেছিলেন। এটাতো নিশ্চিত ঐ তথ্য সংরক্ষণ করা প্রমাণ করছে যার প্রতি নবী (সাঃ) উদ্বুদ্ধ করতেন এবং তার সাহাবীদেরকে এটা হিফাযত করতে শিক্ষা দিতেন। তথাপি সাধারণ ভাবে খন্দক খনন করতে একাধারে বিশ দিন সময় লেগেছিল।এর মধ্যে কুরাইশ কাফির ও ইয়াহুদীদের জন্য উক্ত বিষয় জানতে পারা এবং প্রচার করা অত্যন্ত যথেষ্ট ছিল।

দ্বিতীয় হিজরীতে সারিয়ার শুরুতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এটা বাস্তবায়ন করেছেন। যখন তিনি স্বীয় সাহাবা সহ বের হলেন এবং বদর এর নিকটবর্তী হলেন, তিনি সাহাবাদেরকে উটের গর্দান হতে ঘন্টা কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন, যেন তাদের সম্পর্কে কেউ জানতে না পারে।

নিশ্চয় ঐ পত্র যা হাতিব ইবনে আবী বালতাআ মক্কা বিজয় সম্পর্কে কুরাইশদের নিকট লিখেছিলেন, অবশ্যই এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ) তথ্য গোপন রাখার ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন, এর একটি প্রমাণ। অতঃপর যখন তিনি পত্র সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন এমন ব্যক্তিকে প্রেরণ করলেন যিনি পত্রবাহকের নিকট হতে ওটা উদ্ধার করতে পারেন। এবং তাঁর নিকট হাতিবকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য উপস্থিত করা হল। তারপর তিনি (হাতিব) তাঁর (সাঃ) এর কাছে ইসলামের উপর অটল থাকার ব্যাপারে ওযর পেশ করলেন, সুতরাং তিনি তাকে ক্ষমা করেছেন।

যেমন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ আল আসাদী এর নেতৃত্বে বার জন মুহাজিরীণদের একটি দল প্রয়োজনীয় গোয়েন্দা রিপোর্ট সংগ্রহের জন্য একটি সারিয়ায় প্রেরণ করেন। হিজরতের ১৭ মাসের মাথায় রজব মাসে উক্ত দলটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। কমাণ্ডারের কাছে একটি (গোপন) পত্র ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে নির্দেশ দিয়ে ছিলেন, দু'দিন পথ চলার পর এটা খুলবে। তারপর যখন ওটা খুলবে এবং এর বিষয় বস্তু উপলব্ধি করতে পারবে, তখন স্বীয় সঙ্গীদের কাউকে তার সাথে যেতে বাধ্য না করে নিজেই ওটা বাস্তবায়নের জন্য রওয়ানা দিবে।

ঐ (গোপন) পত্রের বিষয়বস্তু ছিল: যখন তুমি আমার পত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে, তখন রওয়ানা দিবে এমনকি নাখলায় পোঁছিবে-এটা হচ্ছে মক্কা ও ত্বায়িফ-এর মধ্যবর্তী স্থান-অতঃপর কুরাইশদের জন্য অপেক্ষা করবে এবং তাদের সংবাদ সংগ্রহ করবে"। মদীনা মুনাওরায় মুসলিমদের সর্বাধিনায়ক এর নিকট হতে দু'দিন অতিক্রম করার পর আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ উক্ত (গোপন) পত্র খুলে স্বীয় সঙ্গীদেরকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পত্রের বিষয়বস্তু জানিয়ে দিলেন এবং তিনি তাদেরকে এও বললেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার সঙ্গে কাউকে নিয়ে যেতে বাধ্য না করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর তাঁর সঙ্গীদের কোন ব্যক্তি পেছনে না থেকে যাত্রা করলেন এবং নির্দেশ শ্রবণ ও মান্য করে ওটা বাস্তবয়নের জন্য দ্রুত রওয়ানা দিলেন।[১]

---

[১]. এক্ষেত্রেই জামায়াতে সালাফিয়া এর মধ্যে দাওয়া ও যুদ্ধের সর্ম্পকে জিজ্ঞাসিত ভাইয়েরা মুজাহিদ ভাইদের অন্তরে দৃঢ়করণ ও প্রতিবেদন এর ক্ষেত্রে চেষ্টা চালাবেন, আল্লাহ তাদের রক্ষা করুন; আমরা যেন একে অপরে সকলকে শত্রুর নিকট হতে আমাদের জিহাদী তথ্য গোপন রাখার সহযোগিতা করি। এবং তথ্য সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাবাদের উত্তর প্রদান করা হতে বিরত থাকি। উক্ত তথ্য, শুনে থাকি কিংবা এটা আমাদের নিকট আমানত রাখা হোক, কিংবা আমরা এর দায়িত্ব গ্রহণ করি। যদিও প্রশ্নকারি ব্যক্তি আমাদের সবচেয়ে নিকটতম হয়। যখন আপনি আমাদের অবস্থা অবলোকন করলেন, তবে এর বিপরীত কিরূপ হবে ?

যখন আমরা কোন ব্যক্তিকে তথ্য সংক্রান্ত প্রশ্ন করি এবং তা সত্ত্বেও জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি উত্তর প্রদান না করার আমল করেন এবং শারয়ী আচরণ অনুযায়ী আমল করেন, তখন আমরা তাকে দোষারোপ করি, ভান করার অভিযোগ করি এবং জ্ঞাত বিষয়কে গোপন করার অভিযোগ আনি। এটা আমরা ধারণা করতে পারি-মূল বিষয় হচ্ছে, উত্তর না দেওয়া। এর থেকে কিছু প্রকাশ করা, যদিও বিষয়টি প্রচারিত ও জানা হয়, তবুও এটা আমানত। এবং যদি বিষয়টি প্রকাশিত হয় কিংবা যা অপ্রকাশিত হয়, তবে এটা আমাকে চিন্তিত করবে না। সুতরাং কোন ব্যক্তি অন্যের বোঝা বহন করবে না।

তদ্রূপ আমি নিজেকে এবং আমার সম্মানিত মুজাহীদিন ভাইদেরকে তথ্য ফাঁস হতে পারে এমন স্থান হতে দুরে থাকতে উপদেশ দিচ্ছি। আর এটা অতিরিক্ত প্রশ্ন, গুরুত্বপুর্ণ বিষয় সর্ম্পকে বিস্তারিত জানতে চাওয়া, একে অপরের সমস্যা সৃষ্টির মাধ্যমে হয়ে থাকে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তির ইসলামের উত্তম দিক হচ্ছে, সে যে বিষয় ইচ্ছা করে না, তাকে উক্ত বিষয়ে ছেড়ে দেয়া"। আপনি যখন উক্ত বাণী স্বরণ করবেন, তখন আমরা কাউকে দালাল, গুপ্তচর ও সন্দেহ সর্ম্পকে অভিযোগ করবো না। প্রত্যেক মুজাহিদের উচিত, যিনি ইলম, আমল, পদ্ধতি ও আচরণ সমন্ধে সালাফীদের পরীক্ষা করার ইচ্ছা করেছেন অনেক সময় তিনি (সালাফী) তথ্য ও গোপন করার কিছু আদাব সর্ম্পকে অনভিজ্ঞ থাকেন-আমরা এই কয়েকটি পৃষ্টা ও প্রমানপঞ্জিতে যা উল্লেখ করেছি এর কিছু ইলমি ভান্ডারের দিকে সংযোজন করবেন। আল্লাহর প্রসংশায় এটাই যথেষ্ট এবং ইলম তালাশ করার জন্য সহজ হবে। যিনি বেশি জাননে চাইবেন তিনি যেন দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেন এবং তাওয়াক্কুল করেন। আল্লাহর কাছে সাহায্যে চাওয়া হয় এবং তারই উপর নির্ভর করতে হয়। এটা আমাদের এজন্য জোর দেওয়া হয়, যেন সম্মানিত শ্রেষ্ট মুজাহিদ জানতে পারেন, তিনি যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ের উপর রয়েছেন। এক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান

এখানে ইশারা ও কিংবা মনোযোগ রয়েছে। আমি আমাদের রসূল (সাঃ) এর সুরভিত সীরাত হতে উক্ত নাববী পাঠের সংগে এটা উল্লেখ করার কামনা করছি–বিশেষ করে সামরিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং সাধারণ ভাবে আমাদের জিহাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রয়োগ আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ আল আসাদি (রাঃ) এর সংগে যেভাবে পরিপূর্ণ হয়েছিল তদনুযায়ী হচ্ছে কি? মুজাহিদীন ভাইদের নিকটে উত্তরের ভার অর্পণ করছি।

অবশ্যই রসূলুল্লাহ (সাঃ) গোপন পত্রের প্রচলন আবিষ্কার করেছেন, যেন গোপনীয়তা রক্ষা করা যায় এবং মুসলিমদের শত্রুদেরকে তথ্যবলী সংগ্রহ করা হতে বঞ্চিত রাখা যায়, যা তাদেরকে মুসলিমদের গতিবিধি সর্ম্পকে উপকারে আসতে পারে। এজন্য তিনি স্বীয় সংকল্প শত্রু ও বন্ধুর নিকট গোপন করেছেন। নিশ্চয় মুসলিমগণ গোপনীয়তার এই সুক্ষ্ম রীতি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে অন্যান্যদের তুলনায় অগ্রগামী। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে (১৯৩৯-১৯৪৫ ইং) জার্মানীর এটা বুঝতে পারা ও প্রয়োগের পূর্বেই মুসলিমগণ এটা আবিষ্কার করেছেন।

সাহাবীদের বাণী আসাদ যুদ্ধের ঘটনায় গোপনীয়তা সর্ম্পকে শেষে শিক্ষা দেওয়া হয়। তথায় তিনি তাদেরকে রাত্রে সফর করতে এবং দিনে আত্নগোপন করার নির্দেশ দেন এবং প্রচলিত রাস্তা এড়িয়ে চলার আদেশ দেন। যেন তাদের সংবাদ ও পরিকল্পনা সর্ম্পকে কেউ অবগত হতে না পারে। এ জন্য তারা বাণী আসাদে হঠাৎ আক্রমণ পরিচালনা করেন এ সময়ে যখন তারা অসতর্ক ছিল। এবং তারা তাদের থেকে অনেক গনীমত উদ্ধার করেন।

গাযওয়ায়ে দাওমাতুল জানদালে রসুলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং উক্ত পদ্ধতির অনুসরণ করেন। ফলে সাহায্য মুসলিমদের পক্ষে ছিল অর্থাৎ তারা বিজয় লাভ করেন।

তদ্রূপ আহযাব যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নাঈম ইবনে মাসউদ এর ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখেন এবং তাকে উক্ত বিষয় গোপন করার নির্দেশ দেন। তাকে বললেন তুমি তো একজন মাত্র ব্যক্তি। অতএব যতদুর সম্ভব (তাদেরকে) আমাদের সংগে যুদ্ধ না করার জন্য নিরুৎসাহিত কর। কেননা যুদ্ধ হচ্ছে একটি ধোকা। তখন নাঈম (রাঃ) বহুজাতিক বাহিনীর মধ্যে ফাটল ধরানো এবং তাদের মধ্যে অনাস্থার সৃষ্টি করলেন।

রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর গোপন রাখার দৃষ্টান্ত থেকে একটি হচ্ছে, যখন তিনি কোন যুদ্ধের ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন কৃত্রিমভাবে অন্যটি প্রকাশ করতেন। বানু লিহইয়ান যুদ্ধে তিনি প্রকাশ করলেন যে, তিনি সিরিয়া যাবেন। অতঃপর তিনি দক্ষিণ দিকে মুখ

হল, উপদেশ প্রদান করা, কল্যাণ কামনা করা, এবং যে বিষয়ে আমরা পরীক্ষা করেছি, জীবন যাপন করেছি এবং খোজ করেছি তা সর্ম্পকে দিক নির্দেশনা দেয়া। অতএব আমরা ভাইদেরকে তথ্য বিষয়ে শিষ্ঠাচার ও শারয়ী নিয়ম আবশ্যকরূপে গ্রহণ করতে উপদেশ দিচ্ছি। এর মাধ্যমে শত্রুদের আমাদের তথ্য সংগ্রহের পথ বন্ধ করে দিতে পারব... আল্লাহ ভাল জানেন।

ফিরালেন, এমনকি হঠাৎ তাদেরকে আক্রমণ করতে পারেন.....অতঃপর রসুলুল্লাহ (সাঃ) মদিনায় যিলহাজ্ব, মুহাররম, ছফর ও রবী এর দুই মাস অবস্থান করেন। এবং বানু কুরাইজা বিজয়ের ষষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে জুমাদাল উলা মাসে বানু লিহইয়ান উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। তিনি 'রজী'-তে স্বীয় সঙ্গী খুবাইব ইবনে আদী (রাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ এর ইচ্ছা পোষণ করলেন এবং প্রকাশ্যে বললেন তিনি সিরিয়া যাবেন। যেন বানু লিহইয়ানকে হঠাৎ আক্রমণ করতে পারেন। অতঃপর তিনি মদিনা হতে যাত্রা করে গুরাব' (মদীনার প্রান্তে একটি পাহাড়)-এর কোল ঘেঁষে সিরিয়ার পথে চললেন। অতঃপর 'মাহীছ' এর কোল বেয়ে অতঃপর "বাতরা" এর উপর দিয়ে তারপর ছাকাফ-এ পৌঁছে বাম দিকে ফিরে গেলেন। তারপর "বাইয়িন " (মদীনার নিকটবর্তী একটি উপত্যকা) -এর উপর দিয়ে, অতঃপর ছুখাইরাতুল ইয়ামাম -এর উপর দিয়ে চললেন। তারপর গন্তব্যের পথ ঠিক করে মক্কার পথ ধরে চললেন---এমনকি গুররান-এ গিয়ে অবতরণ করলেন। আর এটা হচ্ছে বানু লিহইয়ান -এর বাসস্থান।

মাক্কা মুকাররামাহ বিজয়ের সময় (তথ্য গোপন রেখেছিলেন) এটা ছিল অত্যন্ত বড় একটি যুদ্ধ। এমন কি নাবী (সাঃ) -এর স্ত্রী আয়িশা সিদ্দীকাহ্ এবং তাঁর পিতা সিদ্দীক (রাঃ)-ও জানতেন না কোথায় অভিযান পরিচালনা করবেন এবং কার বিরুদ্ধে আক্রমণ করবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত যাত্রার প্রারম্ভে সকল সৈনিকদের সঙ্গে তাদেরকে সংবাদ না দিয়েছিলেন; যেন কোন প্রকার পূর্ব প্রস্তুতি ব্যতীত এই সৈন্যদল কুরাইশদেরকে আক্রমণ করতে পারে।

আবু লুবাবাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর তথ্য ফাঁস করে দেয়ার মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যখন আবু লুবাবাহ বানু কুরাইযা -এর কাছে গেলেন, যেন তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ফয়সালার উপর আত্মসমর্পন করে এবং তাঁর নিজেকে শাস্তি প্রদান করার মধ্যে একজন সাহাবীর তথ্য সংরক্ষণ করার গুরুত্ব এবং এটা ফাঁস করার গুনাহ সম্পর্কে সীমাহীন অনুভুতির বিবরণ রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমরা জেনে শুনে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ) -এর খিয়ানত করো না এবং নিজেদের পারস্পরিক আমানতে খিয়ানত করো না।

(সূরা আনফালঃ ২৭)

আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদাহ এবং যুহ্‌রী বলেছেনঃ অত্র আয়াতটি আবু লুবাবাহ ইবনে আব্দুল মুনযির (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়; যখন তাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বানু কুরাইযা -এর নিকট প্রেরণ করেন যেন তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর ফায়সালা মেনে নিয়ে দূর্গ খালি করে দেয়। তারা উক্ত বিষয়ে তাঁর কাছে পরামর্শ চায়। অতঃপর তিনি ওটার মাধ্যমে তাদের প্রতি ইশারা করেন এবং স্বীয় হাত দ্বারা গলার দিকে ইঙ্গিত করেন, অর্থাৎ 'হত্যা করা'। এরপর আবু লুবাবাহ (রাঃ) বুঝতে পারেন যে, তিনি আল্লাহ ও রসূল (সাঃ) -এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। অতঃপর তিনি শপথ করে বসেন যে, আল্লাহ তায়ালা তার তাওবা কবুল না করা পর্যন্ত তিনি মরে যাবেন সেও ভাল কিন্তু খাদ্য খাবেন না। এরপর তিনি মদীনার মসজিদে এসে থামের সাথে নিজেকে বেঁধে ফেলেন। নয় দিন এভাবেই কেটে যায়। ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে তিনি অচেতন হয়ে পড়ে যান। শেষ পর্যন্ত রসূল (সাঃ) -এর উপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর তাওবা কবুলের আয়াত নাযিল করেন। জনগণ তাকে এই সুসংবাদ দেয়ার জন্যে তাঁর কাছে আসে এবং থামের বন্ধন খুলে দেয়ার ইচ্ছা করেন।

আবু লুবাবাহ (রাঃ) বলেনঃ "আমার বন্ধন শুধুমাত্র রসূলুল্লাহ (সাঃ) খুলতে পারেন।" তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে তাঁর বন্ধন খুলে দেন। ঐ সময় তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে সম্বোধন করে বলেনঃ "হে আল্লাহর রসূল (সাঃ) আমি আমার সমস্ত ধনসম্পদ সাদকা করেদিলাম।" তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ তোমার জন্যে এক তৃতীয়াংশ সাদকা করাই যথেষ্ট হবে। (তাফসীর ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ৩৩৩পঃ)

রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর হাদীস থেকে এটা সামান্য অংশ মাত্র। এছাড়া রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর বাস্তব জীবনে শিক্ষা অনেক রয়েছে, যেগুলো তথ্য হিফাযত করার গুরুত্ব এবং এটা ফাঁস করে দেয়ার বিপদ সম্পর্কে বিবরণ দিয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে রসূল আলাইহিছ ছালাতু ওয়াছ সালাম -এর খলীফাগণঃ কমাণ্ডারদের প্রতি তাদের এমন অনেক উপদেশপূর্ণ নির্দেশনামা রয়েছে, যেগুলো তথ্য গোপন করা এবং শত্রুদের নিকট হতে তথ্য জানার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ানকে যখন সিরিয়াতে প্রেরণ করেন তখন আবু বকর (রাঃ) -এর তার প্রতি ওয়াসিয়াত করা এবং মুরতাদদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য খালিদ ইবনে ওয়ালিদ এর প্রতি ওয়াসিয়াত করা এবং সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) এর প্রতি উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) -এর ওয়াসিয়াত করা।

উপসংহার

হে আমার মুজাহিদ ভাইঃ

আপনার উপর ওয়াজিব হচ্ছে যুদ্ধ বিষয়ে আপনার তথ্য সমন্ধে সাধ্যনুযায়ী সতর্ক থাকা। কেননা এর মধ্যে আল্লাহর অনুমতিতে আপনার পরিকল্পনার বাস্তবায়ন এবং যে ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত, তার চক্রান্ত ধ্বংস করা বিদ্যামান রয়েছে।

প্রত্যেকটি কথা বলার সময় হঠাৎ বের হওয়া থেকে আপনার জিহবাকে বিরত রাখুন এর দ্বারা আপনি যে বিষয় গোপন করছেন কিংবা যে তথ্য লুকিয়ে রাখছেন তা প্রকাশ হয়ে যেতে পারে।

জেনে রাখুন; বলার ভঙ্গিমার দ্বারা কখনো তথ্যের ভাণ্ডার এবং বক্ষে লুকায়িত বিষয়ের উপর প্রমাণ করে। আপনার তথ্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কোন ছোট ব্যক্তির নিকট ছোট হওয়ার জন্য এবং কোন অনারব ব্যক্তির নিকট অনারব হওয়ার দরুণ হালকা করে দেখবেন না; কেননা অনেক সুরক্ষিত তথ্য তারা প্রচার করে দিয়েছে এবং উপলব্ধি করতে পেরেছে।

ইবনুল মুবারক (রঃ) বলেছেনঃ "আপনার জিহবাকে দেখাশুনা করুন ! নিশ্চয় জিহবা ব্যক্তিকে হত্যা করার দিকে দ্রুতগমণকারি। এবং এই জিহবা অন্তরকে ফিরিয়ে দেয় এবং ব্যক্তির জ্ঞান সর্ম্পকে প্রমাণ করে।"

বলা হয়েছেঃ "ধার্মিক লোকদের অন্তর, তথ্যের কবর হয়ে থাকে।"

এবং তথ্য গোপন করা কখনো বিরক্তিকর বিষয়ের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। এবং বলা হয়েছেঃ বোকা লোকদের অন্তর হচ্ছে, তার মুখের মধ্যে এবং জ্ঞানী ব্যক্তির মুখ হচ্ছে তার অন্তরে।

তাদের কাউকে বলা হলঃ তথ্য গোপন করার ক্ষেত্রে আপনি কিরুপ ? তিনি বললেন এটা আমি গোপন রাখি--- এবং আমি গোপন রাখি, নিশ্চয় আমি গোপন রাখি !

হে আমার মুজাহিদ ভাই:

আপনার জামায়াত ও আপনার কার্যাবলির তথ্য সংরক্ষণ করা আপনার উপর ওয়াজিব। আর এটা এর থেকে কোন কিছু প্রকাশ করার মাধ্যমে হয়ে থাকে। কাফিরদেরকে মুমিনদের তথ্য সরবরাহ করা বৈধ নয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ

অর্থঃ মুমিনগণ যেন মুমিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরুপে গ্রহণ না করে, যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোন সর্ম্পক থাকবে না।

(সূরা আল ইমরানঃ ২৮)

যেমন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেনঃ খিয়ানত করার জন্য কোন ব্যক্তির এটাই যথেষ্ট যে, সে খিয়ানত কারীদের জন্য বিশ্বাসী হবে।

জ্ঞানীগণ বলতেনঃ আপনার তথ্য আপনার রক্তের অংশ।

আরবরা বলে থাকেঃ যে ব্যক্তি স্বীয় তথ্যের জন্য কোন স্থান অনুসন্ধান করল, তবে সে তো এটা প্রকাশ করে দিল।

'গোপন করা' প্রসঙ্গে মেজর জেনারেল, 'মাহমূদ শীত খাত্তাব' সাহেবের মন্তব্য দ্বারা উপসংহারের ইতি টানব। তিনি বলেনঃ নিশ্চয় নবী (সাঃ) -এর তথ্য গোপন করার উদ্দেশ্য, এমনকি সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তির নিকট থেকেও এবং চলাচলের সময় গোপন রাখা-স্বীয় সৈন্য সংখ্যা, ব্যবস্থাপনা এবং অস্ত্রসজ্জিত করা সম্পর্কে গোপন করা, এ বিষয়গুলোই আশু বিজয়ের দ্বার প্রান্তে পোঁছে দিত।

('দুরূসুন ফিল কিতমান' গ্রন্থ হতে সংকলিত)

তখন তথ্য গোপন করাই হবে সেনাবাহীনির বিজয় লাভ করার সবচেয়ে বড় কারণ এবং স্বীয় তথ্য ফাঁস করে দেয়াই হবে তাদের পরাজয়ের সবচেয়ে বড় কারণ।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন

সুব্হা-নাকা আল্ল-হুম্মা, ওয়া বিহাম্দিকা আশ্হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লা-আংতা আস্তাগ্ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক।